১৪/৭/২০০১

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২ ...

যুগান্তর

চবি'র একাডেমিক খাতে ব্যয় আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর একাডেমিক খাতে ব্যয় আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। বেড়ে যাচ্ছে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনভাতা খাতে। অব্যাহতভাবে ব্যয় হ্রাসের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণের ঘাটতিও বাড়ছে প্রতিনিয়ত।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক খাতে ব্যয় ছিল মোট বাজেটের ২৫ শতাংশ। ২০০০-২০০১ অর্থবছরে তা নেমে আসে ১০ শতাংশে. বর্তমান অর্থবছরে এ খাতে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ শতাংশ. যা সর্বকালের সর্বনিম্ন। অন্যদিকে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনভাতা খাতে ৭৩ শতাংশ, আবাসন খাতে ১৩ শতাংশ এবং পেনশন খাতে ৭ শতাংশ ব্যয় ধরা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ ২০০১-২০০২ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য বাজেট বরাদ্দ ধরেছেন ৪২ কোটি ৭ লাখ ৮০ হাজার টাকা। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে পাওয়া যাবে ৩৪ কোটি ২০ লাখ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ খাত থেকে পাওয়া যাবে ১ কোটি ৯০ লাখ টাকা। ফলে এ বছর ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৫ কোটি ৯৭ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

আনুপাতিকহারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর বিপরীতে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা বাংলাদেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশি। বিভিন্ন সরকারের আমলে দলীয় সমর্থক ও ক্যাডারদের চাকরির নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্বাসন করা হয়। বিএনপির শাসনামলে অধ্যাপক আরআই চৌধুরী উপাচার্যের দায়িত্ব পালনকালে ১৪৪ জনকে নিয়মবহির্ভূতভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। অধ্যাপক আবদুল মান্নানের দায়িত্ব পালনকালে এ সংখ্যা ছিল তিন। বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর মোঃ ফজলী হোসেন দায়িত্ব পাওয়ার অব্যবহিত পর থেকে বিগত ৩ মাসে বেশ কিছু পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দান করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

বাজেট প্রণয়নের সময় কয়েকজন সিন্ডিকেট সদস্য আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, এভাবে বাজেটে একাডেমিক খাতে ব্যয় কমতে থাকলে এক সময় তা শূন্যের কোটায় পৌঁছবে। বাজেটে অভ্যন্তরীণ ব্যয় বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হলেও দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের বেতন ছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোনও আয় নেই। আর মঞ্জুরি কমিশনের কাছে নানা খাতে ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হলেও কমিশন কোন অর্থবছরেই সে অনুপাতে অর্থ বরাদ্দ না দিয়ে একটি সম্ভাব্য অংক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।